যুগান্তর

তারিখ ... 4 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কিশোরগঞ্জের ৩০টি কলেজের অধিকাংশই অধ্যক্ষহীন

বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

জেলা সদরসহ কিশোরগঞ্জের ১৩টি উপজেলার ৩০টি কলেজের মধ্যে ১৬টিতেই স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই। তিন মাস, এক বছর, তিন বছর, এমনকি কোন কোন কলেজে টানা ৮-১০ বছর ধরে অধ্যক্ষের পদটি শূন্য থাকায় ভারপ্রাপ্ত কিংবা দফায় দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ অধ্যক্ষ দিয়ে চলছে এক একটি প্রতিষ্ঠান। এসব কলেজের অনেকগুলোতে আবার একই সঙ্গে উপাধ্যক্ষের পদটিও শূন্য থাকায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কখনও প্রতিষ্ঠানের সর্বজ্যেষ্ঠ, কখনও আবার অনেকাংশেই কনিষ্ঠ শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে কোনরকমে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। এ নিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের মাঝে বিরাজ করছে নানা ধরনের অস্বস্তি, ক্ষোভ, হতাশা ও অসন্তোষ। দু'একটি ছাড়া এসব কলেজের সবকটিতেই ডিগ্রি স্তরে পাঠদান করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী অধ্যক্ষ না থাকায় কলেজগুলোতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এইচএসসি ও ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার ফলাফলের ওপর।

যেসব কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই, সেগুলো হচ্ছে— সদরের কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, পৌর মহিলা ডিগ্রি কলেজ, ভৈরবের হাজী আসমত কলেজ, রানীনগর কারিগরি ও বাণিজ্য কলেজ, কটিয়াদী ডিগ্রি কলেজ, আলহাজ্ব ডা. আবদুল মান্নান মহিলা কলেজ, বাজিতপুর ডিগ্রি কলেজ, কুলিয়ারচর ডিগ্রি কলেজ, করিমগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, অষ্টগ্রাম রোটারি কলেজ, ইটনা কলেজ, পাকুন্দিয়ার হাজী জাফর আলী কলেজ, জাঙ্গালিয়া কলেজ প্রভৃতি। এছাড়া জেলার প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুদয়াল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বদরউদ্দিন খান পাঠানের চলতি সপ্তাহেই অবসরকালীন ছুটিতে যাওয়ার কথা। তখন জেলার দুটি সরকারি কলেজের উভয়টিই হবে স্থায়ী অধ্যক্ষহীন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পত্রপত্রিকায় বারবার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এবং এ মর্মে কয়েকবার এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎকার গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলেও নিয়োগ সংক্রান্ত নানাবিধ জটিলতা, পরিচালনা পরিষদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও রাজনীতিবিদ শিক্ষকদের অনীহার কারণে শেষ পর্যন্ত এসব পদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।